দৈনিক ইনকিলাব

045

তারিখ ... 20 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

আলিম স্পেশাল পরীক্ষা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন সময়ে দেশের মাদ্রাসা ছাত্রদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা পূর্বের অবহেলিত ও দৈন্য-দশা থেকে অনেকটা উদ্ধার পেয়েছে। কিন্তু ১৯৮৭ সালে আলিম স্পেশাল পরীক্ষার ব্যাপারে মাদ্রাসা বোর্ডের সিদ্ধান্তটি হাজার হাজার ছাত্তর-ছাত্রীকে হতাশ করেছে। কেননা, ১৯৮৪ সালে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ১৯৮৫ সালে এসএসসি মান উন্নয়নের জন্য ইংরেজী ও বাংলা দুই বিষয়ে স্পেশাল পরীক্ষার সুযোগ দিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিও দেয়া হয়েছিলো যে, ১৯৮৬ সালে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ উচ্চ মাধ্যমিক মান অর্জন করতে চাইলে ১৯৮৭ সালে ইংরেজী ও বাংলা দুই বিষয়ে স্পেশাল পরীক্ষা দিতে পারে। সে সময়ে বিজ্ঞপ্তিতে এই শর্ত ছিল না যে, ১৯৮৫ সালে যারা স্পেশাল পরীক্ষা দিবে না তারা ১৯৮৭ সালের স্পেশাল পরীক্ষা দিতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে বোর্ড এই শর্ত দিয়েছে যে, ১৯৮৫ সালে যারা স্পেশাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল কেবলমাত্র সেসব ছাত্রই ১৯৮৭ সালে স্পেশাল পরীক্ষা দিতে পারবে। অন্যদিকে ১৯৮৬ সালে যেসব ছাত্র আলিম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাদেরকে ১৯৮৭ সালে আলিম পরীক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক মানের বই পড়েই পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তাহলে দেখা যায় যে, যারা ১৯৮৬ সালে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের থেকে অকৃতকার্য ছাত্ররাই বেশী ভাগ্যবান। বোর্ডের এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের মনে হতাশার সৃষ্টি করেছে। তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৯৮৬ সালে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রকেই স্পেশাল পরীক্ষায় অংশগ্রণের সুযোগ দেয়ার বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—মোঃ শহীদুল ইসলাম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

গত ২৭ জানুয়ারী দৈনিক ইনকিলাবের শিক্ষাঙ্গন কলামে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে লেখাটি পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি। বস্তুতঃ দেশের কয়েকশ' কওমী মাদ্রাসা হতে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র দাওরায়ে হাদীছ পাস করছে। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষা গবেষণার কোন সুযোগ তাদের নেই। আগ্রহ ও মেধা থাকা সত্ত্বেও তারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ দীর্ঘ ১২ বছর পর্যন্ত তারা হাদীছ, তফসীর, ফেকাহ, উসুল ইত্যাদি একমাত্র ইসলামী শিক্ষাই করেছে। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে ইসলামের ইতিহাস, আধুনিক আরবী সাহিত্যের উপরও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অতএব কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের দরজায়ে তাকমীলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খবরে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম যে, এবার এদেশের কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ হিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তাদের রুদ্ধ রয়েছে। অতএব আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে জোর দাবী জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের সনদকে স্বীকৃত দান এবং কওমী মাদ্রাসার কৃতী ছাত্রদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেয়া হোক। এজন্য তাখাছছুস-ফিল-হাদীছ, তাখাছছুস-ফিল-ফেকাহ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিভাগ চালু করা হোক।

—আবদুল লতিফ মাহমুদী